যুগান্তর
তারিখ 01 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকা লুটপাট শীর্ষক প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ

গত ২৭ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে দৈনিক খবরের কাগজ "সংবাদ"-এ "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকা লুটপাট- যারা দুর্নীতি ধরেছেন তাদের সাজা সহযোগীরা পেয়েছেন পুরস্কার" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদের প্রতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রিপোর্টটিতে করা হয়েছে কতিপয় অসত্য, মনগড়া, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশনপূর্বক উপাচার্যের সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা। উপাচার্যের ৪ (চার) বছর মেয়াদের একেবারে শেষের দিকে মাত্র ১০ (দশ) দিন বাকি থাকতে বিশেষ মহল দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রিপোর্টার হাসান আজাদ যে পরিকল্পিতভাবে খবরটি প্রকাশ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া সেন্টার স্থাপন প্রকল্পটি প্রফেসর ড. এম. এরশাদুল বারী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার প্রায় ৩ (তিন) বছর পূর্বে ১৯৯৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের অধীনে যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ সমুদয় অর্থ করা হয়েছে পরিশোধ। বর্তমান উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণের ৪ (চার) বছর পূর্বে ১৯৯৭ সালে For-A (UK) Limited-এর সাথে মিডিয়া সেন্টারের যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। "যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাউবি'র সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করা সত্ত্বেও এলসি'র বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ ১৯৯৯ সালে For-A (UK) Limited কে পরিশোধ করা হয়" বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলেও প্রতিবেদক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলেননি যে, সে সময় উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ড. এম. আমিনুল ইসলাম। যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে যেখানে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করলেন প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম সেখানে প্রতিবেদকের দাবী মতে "প্রকল্পে অনিয়মের মাধ্যমে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এরশাদুল বারী ও সহযোগী অন্য কর্মকর্তারা প্রায় ২০ (বিশ) কোটি টাকা" কিভাবে আত্মসাৎ করলেন? বর্তমান উপাচার্য তো যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একটি পয়সাও প্রদান করেননি। প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত প্রথম কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর-ড. মফিজউদ্দিন আহমেদ ও দ্বিতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ এইচ এম ফারুক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট বর্তমান উপাচার্যের "মন মতো না হওয়ায় তিনি রিপোর্ট প্রদানকারীদের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেন" এবং প্রথম কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মফিজউদ্দিন আহমদেকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হয় ও দ্বিতীয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম ফারুককে বাউবি'র চাকুরী থেকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়।", যা সর্বৈব মিথ্যা, মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত বটে। প্রফেসর ড. মফিজউদ্দিন আহমেদকে কোন ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় আদৌ ফেলা হয়নি এবং তিনি বহাল তবিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করছেন এবং প্রফেসর ড. আবু হেনা ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হতে ৬০ (ষাট) বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করার পর চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ লাভ করলেও একটি প্রজেক্টে অত্যন্ত ভাল বেতনে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করায় স্বেচ্ছায়, বাধ্য হয়ে নয়, চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বাউবি হতে চলে যান। একইভাবে দু'টি কমিটির রিপোর্ট মনঃপূত না হওয়ায় খাজা জাকারিয়া আহমেদ চিশতীকে আহ্বায়ক করে তৃতীয় কমিটি গঠনের সংবাদও সর্বৈব মিথ্যা ও কাল্পনিক বটে। খাজা জাকারিয়া আহমেদ চিশতীকে আহ্বায়ক করে কোন ৩য় কমিটি গঠন করা হয়নি এবং প্রথম দু'টি কমিটির রিপোর্ট মনঃপূত না হওয়ায় তৃতীয় কমিটি গঠনের প্রশ্ন উঠে না।

প্রকৃত সত্য হলো যে, ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করায় ও বেশ কিছু যন্ত্রপাতির ওয়ার্কিং ম্যানুয়াল সরবরাহ না করায় তৎকালীন উপাচার্য প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম পারফরমেন্স সিকিউরিটি নগদায়ন করেন। ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৩৮.৪৮ পাউন্ড টাকায় কনভার্ট করে সমুদয় অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন।

মিডিয়া সেন্টার প্রকল্পটির অসরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি ও অসরবরাহকৃত ওয়ার্কিং ম্যানুয়াল পাবার লক্ষ্যে উপাচার্য ২৪/৬/০৩ইং তারিখে For-A (UK) Limited-এর সাথে মেমোর্যান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MOU) স্বাক্ষর করেন। এই MOU-এর অধীনে For-A (UK) Limited ২৩ (তেইশ) কোটি টাকা মূল্যের অসরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও ম্যানুয়াল সরবরাহ করে এবং ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি প্রদান করে যেখানে প্রতিবেদনে উল্লিখিত কমিটির রিপোর্টে "সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুসারে মিডিয়া সেন্টারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করায় প্রায় ২১ (একুশ) কোটি ২৭ (সাতাশ) লাখ টাকার বেশী ক্ষতি" হবার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, এভাবে প্রায় ২ (দুই) কোটি টাকা মূল্যের বেশী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমান উপাচার্যের আমলে আদায় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় উদ্বৃত্ত প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে বাউবিকে প্রদান করেছে। এভাবে মিডিয়া সেন্টার প্রকল্পটির সফল ও পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে বর্তমান উপাচার্যের বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে বিটিভিতে বাউবি'র অনুষ্ঠান প্রচারের সময়সীমা সপ্তাহে ৩ (তিন) দিন ২০ (বিশ) মিনিটের পরিবর্তে গত সেপ্টেম্বর মাস হতে সপ্তাহে ৬ (ছয়) দিন ১ (এক) ঘন্টা ২০ (বিশ) মিনিট হওয়ায় উক্ত সেন্টারে এখন দুই শিফটে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিকালীন সময়ে, অনুষ্ঠান নির্মাণের কাজ চলছে।

বর্তমানে বিটিভি ও বাউবি'র মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিটিভি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এখন আমাদের মিডিয়া সেন্টারে নির্মিত হচ্ছে। ফলে "বর্তমানে মিডিয়া সেন্টারে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ভিডিও এডিটিং প্যানেল, সম্প্রচার টাওয়ার, এনিমেশন সফটওয়্যার, সিলিকন গ্রাফিক্স অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে" মর্মে প্রকাশিত সংবাদ যে সর্বৈব মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সত্যের অপলাপ মাত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিবেদক সরবরাহকৃত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার কিংবা মিডিয়া সেন্টারে এসে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিগুলো সত্যই অকেজো অবস্থায় রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অনুভব করেননি।

For-A (UK) Limited-এর সাথে স্বাক্ষরিত MOU-এর অধীনে মিডিয়া সেন্টারের জন্য সরবরাহকৃত সকল যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও ম্যানুয়াল বুঝে নেয়ার জন্য বর্তমান উপাচার্য প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কমপিউটার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহানকে আহ্বায়ক, প্রতিবেদকের বলা প্রফেসর খাজা জাকারিয়া আহমেদ চিশতীকে নয়, করে একটি কমিটি গঠন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর খাজা জাকারিয়া আহমেদ [illegible] সদস্য ছিলেন মাত্র। কমিটির অপর সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ ও